যুগান্তর

তারিখ ... 7 AUG 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৮ ...

সাত দিন পর নিস্তরঙ্গ ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

যুগান্তর রিপোর্ট

চাকরিচ্যুত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের শিক্ষক ফারহান উদ্দিন আহমদ নিজের কর্মস্থলে ফিরেছেন। রোববার তিনি কাজে যোগ দেন। বিদ্যমান চুক্তি অনুযায়ী এ মাসের ৩১ তারিখ পর্যন্ত তিনি চাকরি করতে পারবেন। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজিস্ট্রার মো. শাহুল আফজাল রোববার দীর্ঘ ছুটিতে চলে গেছেন।

কর্মস্থলে প্রভাষক
ছুটিতে রেজিস্ট্রার
পরীক্ষা পেছাল তিন দিন

শিক্ষার্থীদের তিনটি দাবির প্রথমটি ছিল রেজিস্ট্রারসহ তিন কর্মকর্তাকে অপসারণ।

এদিকে ছাত্রছাত্রীদের দাবির মুখে ফাইনাল পরীক্ষা রোববার শুরু করা হয়নি। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী আগামী বুধবার শুরু হবে এ পরীক্ষা। দাবি মেনে নেয়ায় ছাত্রছাত্রীরা রোববার কোনো কর্মসূচি পালন করেনি। ফলে বেসরকারি এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সাত দিন উর্মিমুখর থাকার পর নিস্তরঙ্গ হল। ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র আইন বিভাগের ছাত্র নোমান বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নেয়ায় আমরা আন্দোলন থেকে সরে এসেছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সামিয়া হক যুগান্তরকে বলেন, 'আজ বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটাই নিস্তরঙ্গ। একটি অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের গত সপ্তাহ তোলপাড়ের মধ্য দিয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়েও স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হয়। এ কারণে আমরা পরীক্ষা পিছিয়ে দিয়েছি। এতে উভয় পক্ষই সুবিধা পেল।'

প্রভাষক ফারহান উদ্দিন আহমদ চাকরিতে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করে যুগান্তরকে বলেন, 'বলা যায় আমি প্রফেশনে (পেশায়) ফিরেছি। টার্মিনেট এখনও হইনি। আমার সঙ্গে আগের চুক্তি মোতাবেক এ মাসের শেষদিন পর্যন্ত চাকরি করতে পারব। সেই হিসাবে হয়তো টার্মিনেশনটা বিলম্বিত হচ্ছে।'

জানা গেছে, শনিবারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন রাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সামিয়া হকের স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে ফারহানকে কাজে যোগ দিতে বলা হয়। সে অনুযায়ী তিনি রোববার কাজে যোগ দেন। এ ছাড়া শনিবারই রেজিস্ট্রারকে দীর্ঘ ছুটি দেয়া হয়। অভিযুক্ত আরও দুই কর্মকর্তাও ওইদিন পদত্যাগ করেন।

এদিকে আন্দোলনের মুখে বিভিন্ন দাবি মেনে নেয়া হলেও ছাত্রছাত্রীদের অনেকে উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে। রোববার আলাপকালে কয়েকজন ছাত্র যুগান্তরকে বলে, 'আমরা অনেক বড় রিস্কে (ঝুঁকি) আছি। আন্দোলনকালে আমাদেরকে ফেল করিয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয়েছিল। আমাদের বাসায় বাসায় ফোন করে বাবা-মা ও অভিভাবককেও একই কথা বলা হয়েছিল। তবে আমরা ঐক্যবদ্ধ আছি। সে রকম কিছু হলে হয়তো আবারও আন্দোলনে যেতে হবে।'

নাম প্রকাশ না করে এক ছাত্র জানায়, 'তবে আমাদের সঙ্গে পরোক্ষভাবে বেশিরভাগ শিক্ষক আন্দোলনে ছিলেন। এটি আমাদের একটি ভরসার জায়গা। তারা হয়তো ইনজাস্টিস (অবিচার) করবেন না। কিন্তু সব শিক্ষকের ব্যাপারে তো সেই আস্থা নেই। তাই ভবিষ্যতের দিকে আমরা তাকিয়ে আছি।'

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.ই.সি বিভাগ
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর